যুগান্তর

07 OCT 2013
পৃ ৩ কলাম ৫

সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্মসূচি স্থগিত

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের আন্দোলন স্থগিত করেছেন। বিপরীত দিকে নিয়োগের দাবিতে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্যানেলভুক্ত শিক্ষকরা নতুন করে আন্দোলন শুরু করেছেন। শনিবার তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনির্দিষ্টকাল অনশন করেন। তবে পুলিশের চাপে বেলা আড়াইটার দিকে তাদের শহীদ মিনার ত্যাগ করতে হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রধান শিক্ষকের এক ধাপ নিচে নির্ধারণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন শিক্ষকরা। এরই অংশ হিসেবে গত মাসের মাঝামাঝি কর্মবিরতির মাধ্যমে নতুন করে আন্দোলনে নামেন তারা। চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে আলটিমেটাম শেষে তাদের স্কুলে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে লাগাতার অনশনে যাওয়ার কথা। প্রাথমিক শিক্ষকদের দ্বিধাবিভক্ত তিনটি সংগঠন এ পর্যন্ত ও ধরনের কর্মসূচি পালন করেছে। তাদের মধ্যে একটি অংশ রোববার কর্মসূচি স্থগিত করে।

এ উপলক্ষে রোববার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি'র ব্যানারে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বলা হয়, দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে সরকারের উচ্চপর্যায়ের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের মহাসম্পাদক সহলাম আক্তার। এ সময় সভাপতি মো: আবদুল আওয়াল তালুকদার, আজিজুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, বদরউদ্দিন, আলাউদ্দিন মোল্লা, মিজানুর রহমান, আয়েশা বাশী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাত দফা দাবি বাস্তবায়নে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার পর সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকেও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন বৈঠকে প্রধান শিক্ষকের পদ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি মিলেছে। তাছাড়া দাবি আদায়ের ব্যাপারে আলটিমেটাম ঘোষণার পর ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমামের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠকেই শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করা হয়। এ অবস্থায় তারা মনে করছেন আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। দাবি পূরণে যে প্রক্রিয়া চলছে, তাতে শিগগিরই নির্বাহী আদেশে দাবি পূরণের কাজ সমাপ্ত হবে এবং সরকারের শীর্ষপর্যায় থেকে ঘোষণাও আসবে। এ অবস্থায় তারা মনে করছেন আন্দোলনের আর প্রয়োজন নেই। তারা আরও এক মাস দেখতে চান। এর মধ্যে কোনো কিছু না পেলে তারা ফের আন্দোলনে যাবেন।